ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৮৫

আগরতলা, ১৯ এপ্রিল, ২০১৮

সরকার রাজ্যকে সমৃদ্ধিশালী করার দিশাতে কাজ করবে : মুখ্যমন্ত্রী

আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজী ত্রিপুরা রাজ্যকে একটি শ্রেষ্ঠ রাজ্যে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেছেন। তাই ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে অষ্টলক্ষ্মী আখ্যা দিয়ে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। রাজ্য সরকারও প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নকে পূরণ করার লক্ষ্যে সেই দিশাতে কাজ করছে। আজ বিলোনীয়া মহকুমার উত্তর ভারতচন্দ্রনগরের তৈছামায় দুইদিনব্যাপী ১৯তম গড়িয়া উৎসব ও সংহতি মেলার উদ্বোধন করে এই কথাগুলি বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, আমরা যে ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছি তা একটি পবিত্র ভূমি। এখানে রয়েছে ভারতের অন্যতম পীঠস্থান ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির। এই মন্দির হল একতার প্রতীক। দেওয়ালীর সময় জাত-পাত ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের লোক এখানে ছুটে আসেন। গড়িয়া উৎসবেও শুধুমাত্র জনজাতি অংশের লোকেরাই অংশ গ্রহণ করেন না; এই উৎসবে এখন অন্যান্য জাতি-ধর্মের লোকেরাও অংশ গ্রহণ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, এই পৃথিবীতে মানুষ কোনও না কোনও গুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার বিকাশ ঘটাতে হয়। সরকারেরও দায়িত্ব গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে সমাজের উন্নয়নের কাজে লাগানো। প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন নিজেকে মা-র শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে ভাবা উচিত ঠিক তেমনি মা-ও তার সন্তানকে শ্রেষ্ঠ মনে করলে উৎকৃষ্ট সমাজ গঠন হবে। যে পরিবারের মধ্যে নিষ্ঠা আছে সেই পরিবার থেকে উৎকৃষ্ট সন্তান বেরিয়ে আসবে বলে মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা যেই দেশে বাস করি সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে কাজ করেন তাহলে দেশের কল্যাণ হবে। দেশের কল্যাণ হলে জনগণও এর সুফল ভোগ করতে পারবেন। আমরা গড়িয়া পূজা করছি রাজ্যের জনগণের সমৃদ্ধির জন্য। বর্তমান সরকারও সেই দিশাতে কাজ শুরু করে দিয়েছে। কারণ এই সরকার শুধু বিজেপি আইপিএফটি-র সরকার নয়, এটি ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর সরকার। এটা বিশ্বাস করি-ে ত্রিপুরাবাসীকে একটি স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত সরকার উপহার দেবে বিজেপি-আইপিএফটি সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার গঠন করার পরপরই আমরা ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত করার অঙ্গীকার করেছি। যারা নেশা কারবারীর সঙ্গে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসনকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। তিনি বলেন, বিগত সরকার ২৫ বছর ধরে এদের বিরুদ্ধে কোনও ধরণের ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলে তারা ত্রিপুরাকে নেশাকারবারীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছিলো। বর্তমান সরকার নেশাকারবারী ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে রাজ্যকে সমৃদ্ধিশালী করার দিশাতে কাজ করবে।

***২-এর পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মাতা ত্রিপুরেশ্বরী ধন্য এই ত্রিপুরাতে গ্যাস, বিদ্যুৎ সহ প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। একে কাজে লাগিয়েই কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরী করতে হবে। সরকার সেই দিশাতেই কাজ করতে শুরু করেছে। তিনি বলেন, আগ্রা যেমন তাজমহলের জন্য বিখ্যাত, হিমাচল প্রদেশ যেমন আপেলের জন্য বিখ্যাত ঠিক তেমনি আমাদের ত্রিপুরাও আনারসের জন্য বিখ্যাত। রাজ্যে ২৫ বছর ধরে শাসন করা বিগত সরকারের দায়িত্ব ছিলো একে দেশব্যাপী প্রচারে নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু তারা সেটা করেননি। বর্তমান সরকার রাজ্যের বিখ্যাত আনারসকে দেশব্যাপী প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আনারসকে কেন্দ্র করে রাজ্যে বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার লক্ষ্যেও কাজ করছে বর্তমান রাজ্য সরকার। কৃষি দপ্তর ও উদ্যান দপ্তরকে বলা হয়েছে রেগার মাধ্যমে আরও বেশি আনারস চাষ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যে ঊনকোটি, নীরমহল, মাতাবাড়ি, ছবিমুড়ার মতো বহু দর্শনীয় স্থান রয়েছে। সেগুলিকে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্পকে আরও উন্নত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী ৩ বছরের মধ্যে ত্রিপুরাকে পর্যটন সহ বিভিন্ন বিষয়ে উন্নত করে আমরা ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্যে পরিণত করবো। রাজ্যের ৩৭ লক্ষ জনগণকে পাশে নিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই সেই লক্ষ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ যে গ্রামে গড়িয়া উৎসব ও মেলা সংগঠিত করা হচ্ছে সেখানে বিগত সরকারের আমলে পানীয় জল, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ সহ কোনও কিছুরই উন্নয়ন হয়নি। তাই এই গ্রামে দ্রুত পানীয় জল, বিদ্যুৎ সহ সার্বিক উন্নয়নে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, শুধু এই গ্রামে নয়, রাজ্যের প্রতিটি গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। আমরা জানি জল হলো জীবন। তাই জলের জন্য কোনও মানুষ যাতে কষ্ট না পান সেদিকেও আমরা দৃষ্টি দিয়ে কাজ করছি। ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর সহযোগিতা নিয়েই আমরা প্রত্যেক রাজ্যবাসীর জীবনের মানোন্নয়নে কাজ করে রাজ্যকে উন্নয়নের দিশাতে এগিয়ে নিয়ে যাবো।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক বলেন, গড়িয়া পূজা শুধু জনজাতিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বাঙ্গালীদের দুর্গাপূজায় যেমন জাতি, জনজাতিদের নানা ধর্মের মানুষ অংশ গ্রহণ করেন ঠিক তেমনি জনজাতিদের গড়িয়া পূজায়ও জাত-পাত ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষ অংশ গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক সি কে জমাতিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার জৈল সিং মিনা এবং রামঠাকুর কলেজের সহ-অধ্যাপিকা বীণা দেববর্মা।

*****